যুগান্তর, নভেম্বর ২৬, ২০১১,
পৃষ্ঠা-১৩, শ্রেণীসংখ্যা-৩৭৮.৫৪৯২A

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

# চ্যাম্পিয়নদের কথা

মুশফিফুল হক মুকিত

নেসলে লিমিটেড ১৪৩ বছরের বিশ্ববিখ্যাত ব্রান্ড। এই কোম্পানিটি প্রথমবারের মতো আয়োজন করেছিল 'নেসলে ব্লু টাই চ্যাম্পিয়নশিপ।' বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের শেষবর্ষের ছাত্রদের মাঝে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এগুলো হল— ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ, নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে ইস্ট ওয়েস্টের দল। পুরো অনুষ্ঠানটি হয় নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিজনেস প্ল্যানের বিষয়বস্তু ছিল, 'পাওয়ার বার বা সেন্ট্রাল বার।' ৩১ অক্টোবর ছিল প্রধান প্রতিযোগিতা।

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দল পাঠানোর আগে ক্যারিয়ার কাউন্সিল সেন্টারের ডিরেক্টর প্রফেসর নাহিদ হাসান খানের তত্ত্বাবধানে এবং সিনিয়র লেকচারার এনামুল হক রুবাইয়ের নেতৃত্বে বিবিএ শেষ বর্ষের সৃজনশীল মেধাবী তরুণদের ৪টা গ্রুপে বিভক্ত করে দেয়া হয়। তাদের মাঝে একটা বিজনেস প্ল্যান দিয়ে সেরা ৪ জনকে নির্বাচিত করা হল। আফ্রিদা তাসনিম স্বাগতি, আবু সাইদ (টিম লিডার), রাখী কে জামান এবং মারুফ হাসান— এই চারজনই শেষ পর্যন্ত ইস্ট ওয়েস্টের প্রতিনিধিত্ব করেন। ৩০ তারিখ কেস স্টাডি হাতে পেলেও তারা রাত ৯টা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। সময় গড়িয়ে চলছে। ৩১ অক্টোবর সকাল ৮টায় রিপোর্ট করতে হবে। সারারাত চলল তাদের নির্ঘুম হিসাব কষাকষির কাজ। ৩১ অক্টোবর সকালে টান টান উত্তেজনা। টিম লিডার আবু সাইদ তাদের প্রেজেন্টেশন পেনড্রাইভে করে জমা দেন লজিস্টিকে। সারারাত ক্লান্ত সফর শেষে সকালে কেউ ব্রেকফাস্টও ভালোভাবে করতে পারেনি। অন্য সবার চেয়ে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেজেন্টেশনটা ছিল ভিন্ন। প্রেজেন্টেশন শেষে প্রতিটা প্রশ্নের দুর্দান্ত উত্তর দেন স্বাগতি আর সাইদ। লাঞ্চে যাওয়ার ঠিক আগেই ঘোষণা করা হয় টপ ৫ টিমের নাম। সেখানেও প্রথমে ইস্ট ওয়েস্ট। তারপর যথাক্রমে এনএসইউ, আইইউবি, ডিইউ ফিন্যান্স এবং জেইউ-আইবিএ। দ্বিতীয় বিভাগে, প্রত্যেকের কেস আরও বিস্তৃত করতে বলা হল। সিএসআর অ্যাকটিভিটি, সময়সীমা এবং বাজেট পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে ফাইনাল রাউন্ড হবে। দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হল মূলপর্ব। পুরো অডিটোরিয়ামে উপচে পড়া ভিড়। প্রতিটা দলই তাদের সেরাটা দেয়ার চেষ্টা করলেন। লড়াই শেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, ফলাফল ঘোষণার পালা। দ্বিতীয় রানার্সআপ হয় নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম রানার্সআপ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স। অতপর এনবিএলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বললেন, 'আমি আপনাদের একটা হিন্টস দেব! যারা এসেছে পশ্চিম থেকে, মিশেছে পূর্বে। আর তারাই হল আজকের ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়।' সবাই আনন্দে নেচে উঠল। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছ থেকে সনদ এবং ক্রেস্ট গ্রহণ করলেন চ্যাম্পিয়ন টিম।

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রথম কোন বিজনেস প্ল্যান প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করল। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যারিয়ার কাউন্সিল সেন্টারের ডেপুটি ডিরেক্টর প্রফেসর সাইদ আলম বলেন, 'দেশবরেণ্য শিক্ষকরা এখানে পাঠদান করে থাকেন। করপোরেট লেভেলের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা।' নেসলে ব্লু-টাইয়ের এ অনুপ্রেরণা হতে পারে ব্যবসা শিক্ষার ছাত্রদের জন্য ক্যারিয়ার গঠনের অন্যতম সুযোগ। তবে বন্ধু স্বপ্ন দেখতে দোষ কি বল!



যুগান্তর ২৬.১১.১১ পৃ-১৩

East West University Library